অভিনয় দর্পণ

শ্রীনির্মলচন্দ্র শীল

তিন শতাধিক চিত্র সম্বলিত

ABHINOY DARPAN

by

Sri Nirmal Chandra Seal

প্রথম প্রকাশ

মহালয়া ॥ ১৩৭১

প্রকাশক ও মুদ্রক

ইম্প্রেসন সিণ্ডিকেটের পক্ষে

এন, সি, শীল

২৬/২এ, তারক চ্যাটার্জী লেন

কলিকাতা-৫

প্রচ্ছদপট শিল্পী

বাদল ভট্টাচার্য

অঙ্গসজ্জা ও অলঙ্করণ

বাদল ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ সেন ও

নিত্যানন্দ দেব

পরমারাধ্য জনকজননী
শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার শীল
ও
শ্রীমতী শান্তিক্ষেত্র শীলের
পদাম্বুজে
হৃদয় উৎসারিত এই পুষ্পস্তবক
অঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করি

দীন সন্তান
'নির্মল'

আমার কথা

মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় এতদিনে "অভিনয় দর্পণ" জনসমাজে প্রকাশিত হল। "অভিনয় দর্পণ" রচনার একটি নেপথ্য ইতিহাস আছে। আমার ছাত্রাবস্থা থেকেই মনের দর্পণে একখানি যথার্থ অভিনয় শিক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তক রচনার বাসনা ছিল। কারণ সে পর্যন্ত আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে প্রকৃত "অভিনয় শিক্ষা" সম্বন্ধীয় প্রকৃত শিক্ষার্থীদের জন্য কোন সৎ মুদ্রিত গ্রন্থ বাংলা ভাষায় নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীনকালের ইতিহাসও তাই। শিক্ষাদান সম্পর্কীয় গ্রন্থ রচনা সম্পর্কে আমাদের পূর্বপুরুষগণ বিমুখ ছিলেন। এর কার্য-কারণ খুঁজতে গেলে বলতে হয়—

'স্মৃতিশক্তির উপর অতি মাত্রায় আস্থা থাকায় এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি কবিবার নানারূপ চেষ্টা করায়, ভারতবর্ষে পুস্তকালয় বলিয়া একটা জিনিষ বড় বাড়িতে পারে নাই। যীশুখ্রীষ্টের পর ১০০০ বৎসর পর্যন্ত বেদটা মুখে মুখেই থাকিত। শুধু বেদ নয় তার সঙ্গে যত অঙ্গ, বেদাঙ্গ, যত বেদ লক্ষণ সব মুখে মুখে থাকিত। লিখিলে পাপ হইত। জৈন ও বৌদ্ধদের শাস্ত্র মুখে মুখে থাকিত। চন্দ্রগুপ্তের সময় জৈনেরা আপনাদের শাস্ত্রগুলিকে কলমবন্দী করিতে চায়। বুড়ো যতীদের ধরিয়া বারটার মধ্যে দশটা পুর্বেই লিখাইয়া লয়। আর দুটা কাহারও মুখস্ত ছিল না। এক বৃদ্ধ যতীর মুখস্থ ছিল, তিনি ছিলেন নেপালের। তিনি সেই নন্দরাজাদের সময়ের লোক। পাটনা হইতে তাঁহার কাছে এক deputation যায়। তিনি মুখে মুখে বলিয়া দেন, deputation লিখিয়া আনেন। যীশুখ্রীষ্টের ৪০০ বৎসর পরে ফা-হিয়ান ভারতবর্ষে আসেন—বৌদ্ধ পুঁথি সংগ্রহের জন্য। আসিয়া দেখেন পুঁথি নাই। তিনি বিপন্ন হইয়া পড়েন। লোকে তাঁহাকে পরামর্শ দেয়—তুমি বুড়ো থেরাদের কাছে যাও। তিনি তাঁহাদের মুখ হইতে বৌদ্ধ শাস্ত্র সব লিখাইয়া লইয়া যান।'

কিন্তু এসব গেল অতীত ইতিহাসের কথা। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীন ধারাটি যেখান থেকে বহমান সেই পূর্বতন ইতিহাস ভারতবাসীর মন-দর্পণে আজও প্রতিফলিত।

"পৃথিবীর ইতিহাসে এমন এক সময় ছিল, যখন কালি, কলম, কাগজ, তালপাতা ছিল না, লেখবার কোন সরঞ্জামই ছিল না। কিন্তু লোকে তখনও জ্ঞান উপার্জন করিত এবং যাহারা জ্ঞান উপার্জন করিত তাহারাই দেশে মান্যগণ্য হইত। সে জ্ঞান তাহাদিগকে মুখে মুখে অর্জন করিতে হইত। তাই ছেলে আট বৎসরের হইতে না হইতেই বাপ-মা তাহাকে গুরুর বাড়ী রাখিয়া আসিত। এই রাখিয়া আসার নাম উপনয়ন। ছেলে সেখানে ৯, ১৮, ২৭ এবং ৩৬ বছর থাকিয়া সেকালের যত জ্ঞান ছিল সব মুখস্ত করিয়া আনিত। বাড়ীতে ফিবিবাব সময় গুরুব অনুমতি লইয়া তাহাকে স্নান করিতে হইত, এজন্য তাহাকে স্নাতক বলিত। একজন স্নাতক-ব্রাহ্মণকে নিজের দেশে বসাইবার জন্য রাজা-রাজড়ারা উদগ্রীব হইয়া থাকিতেন। এইভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের আবস্ত হয়। ইংরাজীতে সাহিত্যকে Literature বলে, অর্থাৎ যাহা কিছু লেখা হয় তাহা সাহিত্য। আমরা তা বলি না। আমরা বলি—বাঙ্ময়। যাহা কিছু বলা হয় তাহাবই নাম সাহিত্য,—তা তুমি মুখেই বল আর লিখেই বল।

আমাদের দেশে প্রথা ছিল যে, বিদ্বান ব্যক্তিদিগকে দান করিবে, সর্বতোভাবে উৎসাহ দিবে। কিন্তু বিদ্যা যদি খরচ না হইয়া শুদ্ধ পেটে গজ গজ করে, তবে বিদ্যায় কাজ কি? যদি সেই বিদ্যা দ্বারা তুমি আপন দেনা শোধ দিয়া সমাজকে কিছু ঋণ দিয়া যাইতে পার, তবে জানি তোমার জীবন সার্থক, নচেৎ তোমার পেটে বাঙ্ময় পোরা থাকিলেও তুমি যদি কেবল আপনার পেট চলিলেই খুশী থাক, তবে তোমার বিদ্যার মুখে আগুন। বিদ্যা যশ ধন মান পরোপকার এই সকল অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ হইলেও ইহার কোনটিই জীবনের উদ্দেশ্য নহে। নিজের শরীর ও মনের উন্নতি হইয়া নিজের কর্তব্যকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া তাহার পর বিদ্যা দ্বারা হউক, বুদ্ধি দ্বারা হউক, ধন দ্বারা হউক, পরিশ্রম দ্বারা হউক, সমাজকে কিঞ্চিৎ ঋণী করিয়া যাইতে পারিলে জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল, নচেৎ শুদ্ধ বিদ্যা লইয়া ধন লইয়া শক্তি লইয়া ধুইয়া খাইলে কিছুই হইবে না।"

আমার পিতৃব্য যাঁর স্নেহচ্ছায়ায় আমি আবাল্য প্রতিপালিত সেই নাট্যভারতী ৺কানাইলাল শীল ও পূজনীয় ৺ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ১৩৬৪ সালে তাঁর 'অভিনয় শিক্ষা' প্রকাশ করার প্রাক-মুহূর্তে তাঁদের উভয়কেই অভিনয় শিক্ষা সম্পর্কে সর্বস্তরের প্রামাণ্য গ্রন্থ সম্পর্কে

আমার মনোবাঞ্ছা জানাই। নট-নাট্যকার ও অভিনয় জগতের গুরু বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের কাছে আমার কল্পলোকের ছবিটি বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরে প্রার্থনা জানাই একটি যথার্থ অভিনয় শিক্ষা প্রকাশের। তখন তাঁরা উভয়েই বয়সের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছেন। তারা উভয়েই আমাকে সস্নেহে আশীর্বাদ করলেন ও উৎসাহ দিলেন এরকম একটি গ্রন্থ রচনায়। সেদিন তাঁদের সঙ্গে আরও একজন সাহিত্য যোদ্ধা ও নাট্যরসিক ৺রজনীকান্ত মণ্ডল যিনি বহু পালা-নাট্যকারের পথ-নির্দেশক ও বিখ্যাত নাট্যপরিচালক এবং যথার্থ নাট্য-সমালোচক ছিলেন তিনিও সস্নেহে উৎসাহ ও উপদেশ দিয়েছিলেন। সেদিনই এ গ্রন্থের নাম স্থির হয়—'অভিনয় দর্পণ'। শিক্ষার্থী শিল্পীরা এই দর্পণে আপনার মনের মাধুরী মিশিয়ে অভিনয় সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সহজে শিখতে পারবেন এই হচ্ছে আমার ইচ্ছা। এঁনারা ইহজগতে কেহই আর নাই। তাঁদের আশীর্বাদ ও স্নেহ সিঞ্চনের দ্বারাই এ গ্রন্থ রচিত ও ভাব কল্পনার প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। আজ এই গ্রন্থ প্রকাশের শুভ-মুহূর্তে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

সেই সঙ্গে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ও হিতৈষী অজস্র বন্ধু-বান্ধবদের শুভেচ্ছা জানাই যারা তাঁদের মূল্যবান পুস্তকাদি, ব্যক্তিগত পুস্তক সংগ্রহ ও সংগৃহীত চিত্রাদি দিয়ে সাহায্য ও গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ ও পরিপুষ্ট করেছেন।

পরিশেষে পাঠক, সমালোচক ও বন্ধুদের কাছে সবিনয় নিবেদন, যদি এ গ্রন্থে কোথাও কোন ত্রুটি লক্ষ্য করেন তবে যেন অনুগ্রহ করে জানান, পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি যথাযথ স্বীকৃতি সহ সংযোজন করার বাসনা রইল। মানুষের ব্যক্তিগত জ্ঞানের সীমা সীমিত। সেই পরিধি বৃহত্তর হোক এই আমার কাম্য।

বিনীত—

শ্রীনির্মল চন্দ্র শীল
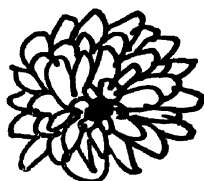
এই গ্রন্থের বিভিন্ন

—আলোকচিত্র—

দিয়ে সহায়তা করেছেন

মীরেন অধিকারী

হিতেন কর

ডন ষ্টুডিও

পরিমল চৌধুরী

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

কালীশ মুখোপাধ্যায়

কিষাণ দাশগুপ্ত

ও

বহু শিল্পী

প্রচ্ছদ পট : ভারতীয় ঐতিহ্য বহনকারী কথাকলি নৃত্যের আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত নায়ক। পশ্চাতে অভিনয়ের ও নৃত্যকলার বিভিন্ন ধারাগুলি শিল্পীর নিপুন তুলিকায় প্রস্ফুটিত।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
হাতে খড়ি — ৩-০০

নীলিমা দাশগুপ্ত
যে সুখী হতে পারতো — ২-৫০

কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়
সমান্তরাল — ৪-০০

সুশীল সিংহ
এ জন্মের ইতিহাস — ৩-০০

ফণীন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত
নবীন ধানের মঞ্জরী — ২-৫০

হরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
বকুল-গন্ধে — ২-৫০

দীনেন্দ্রকুমার রায়
চক্রী — ২-৫০

রামপ্রসাদ সেন
ময়ূরের ডাকে — ৫-০০

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বীরবল রঙ্গ — ৩-০০
যাবার বেলায় পিছু ডাকে — ২-৫০

থিয়েটারের নাটক

শৈলেশ গুহ নিয়োগী
পাহাড়ী ফুল — ৩-০০

চতুর্মুখ
আবর্ত — ২-৫০

রণজিৎ বসু
কুহেলিকা। ২য় মুদ্রণ — ২-৫০
ওদের কাজ নেই — ১-৫০
নেপথ্য নায়িকা — ২-৫০

প্রদীপ ধর
রায়বাড়ী — ২-৫০

থিয়েটারের নাটক

ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
অস্বীকার — ২-৫০

বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী
ছদ্মবেশ — ৩-০০

মৃণাল ঘোষ
নির্বন্ধ — ২-৫০

রবীন দেব
বিষ — ৩-০০

ডি, এল, রায়
প্রতাপাদিত্য — ৩-০০

সুনীল মুখোপাধ্যায়
অব্যর্থ — ৩-০০

বিবিধ

প্রশ্নোত্তরে যৌন বিজ্ঞান — ৫-০০

ডাঃ পি, কে, দাস
যৌবন প্রসঙ্গে — ৬-৫০
আধুনিক জন্ম-নিয়ন্ত্রণ — ২-৫০

পবিত্র পাল
বিপ্লবী আলজিরিয়া — ২-৫০

মীরা দেবী
আধুনিক এমব্রয়ডারী শিক্ষা — ৪-০০
গুপ্তসাধন রহস্য — ৬-০০
অসামাজিক প্রণয়কথা — ৪-০০
কীভাবে কোষ্ঠী দেখবো — ৪-০০
ফলিত জ্যোতিষে সংখ্যা — ৪-০০
করাল কালো ছায়া — ১-৫০
নায়িকার প্রেম — ১-৫০